দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0 8 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ১৮৯৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর আকুল আবেদন

দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল মানব সম্পদে পরিণত করা, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশের চরম দারিদ্র্য নিরসনের প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভিটিআই স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিআইসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প চালু করেন। শুরুতে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ছিল ৫১৬০। প্রকল্প শেষে আসন সংখ্যা হয়েছে ৩৩,৪৮০ এবং ২০০৪ সাল থেকে দ্বিতীয় শিফটের কার্যক্রম চালু হয়েছে। শুরুতে দেশের কারিগরি জনসংখ্যার হার ছিল ১.৮%। বর্তমানে এই হার প্রায় ৮%-এ উন্নীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০২০ সাল নাগাদ কারিগরি জনসংখ্যার হার ২০% করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই প্রকল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ঐ প্রকল্পের জনবল ১ জুলাই ১৯৯৭-এর পরে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রকল্প মেয়াদের শেষ তারিখ (৩০/৬/২০০৪) পর্যন্ত চলে। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জনবল অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়। তাছাড়া প্রকল্পটির মেয়াদ শেষে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কথা পিপিতে উল্লেখ আছে এবং সরকারী যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের পদ ও জনবলসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগপৎ প্রস্তাব প্রেরিত হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বর্ণিত প্রকল্পের ১৮৯৯টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সম্মতি প্রদান করে এবং সে অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলসমূহের জুলাই ২০০৪-মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত সময়ের বেতন-ভাতাদি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটের অপ্রত্যাশিত খাত (কোড নম্বর ৬৬০০) থেকে পরিশোধ করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প জনবল দ্রুত রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়। ২০ জুন ২০০৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির এসআরও জারির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের যাবতীয় শর্ত পূরণ করে কিন্তু ২০/৭/২০০৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় অধীন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: যদিও এই প্রকল্প ১৯৯৭-এর আগে শুরু কিন্তু জনবল ১৯৯৭-এর পরে নিয়োগ করা হয়েছে। তাই প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের কোন সুযোগ নেই।

১৯৯৭ থেকে চালু প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট জনবলের বেতনভাতা প্রদানের আর কোন অবকাশ নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের কর্মরত শিক্ষক -কর্মচারী সুদীর্ঘ দশ মাস বেতন-ভাতা না পেয়ে চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণের স্বার্থে, শিক্ষক-কর্মচারীর দশ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধপূর্বক প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল দ্রুত রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, *টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সাতক্ষীরা।*